দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 SEP 199[illegible]

পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সিদ্ধান্তটি কয়েক বছর পূর্বের। সিদ্ধান্তটি ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে। তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক অনুদান (ইকনমিক বেনিফিট) নিয়ে ঝামেলা চলছিল। এই ঝামেলার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিশেষ শর্তাধীন ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি বা অনুমোদন দেয়া হবে না। কোন বিদ্যালয়ের অনুমোদন নিতে হলে উদ্যোক্তাদের একটি অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর করতে হবে। অঙ্গীকারনামাটি হচ্ছে, "এই স্বীকৃতি অনুমতির ফলে সরকারের উপর কোন আর্থিক দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুদান দাবী করবে না।"

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এই শর্ত মেনে নতুন স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে। আর এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ সংগ্রহ করতে হয়েছে উদ্যোক্তাদের। এক একর জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে হয়েছে বিদ্যালয়ের নামে। দেখাতে হয়েছে ১০ হাজার টাকার সাধারণ তহবিল এবং ১৫ হাজার টাকার রিজার্ভ তহবিল।

আজকের গ্রাম বাংলায় এ কাজটি দুরূহ। শুধুমাত্র ছাত্র বেতন এবং স্থানীয় সাহায্য–সহযোগিতায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঁচে থাকা বেশ কঠিন। নানা কারণে গ্রাম বাংলার ছাত্র বেতনের কোন নিশ্চয়তা নেই। বছর শেষে পরীক্ষার সময় বাধ্য হয়ে আর ফসলের মৌসুমে হাতে পয়সা এলে ছাত্র–ছাত্রীদের বেতন দেয়ার রেওয়াজ নিয়মে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষকদের জন্য ইকনমিক বেনিফিট চালু হবার পর অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বেতন দেয়া বা বেতন নেয়ার নিয়মিত কোন বিধি এখন আর নেই। অধিকাংশ শিক্ষকই ইকনমিক বেনিফিট এবং প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভরশীল।

এর ছাপ অনিবার্যভাবে নতুন অনুমোদন পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পড়েছে। এ বিদ্যালয়গুলি যেন এখন আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারছে না।

একথা সত্য যে 'অনুদান বা সরকারী কোন সাহায্য দাবী করা যাবে না' এ শর্তেই এ বিদ্যালয়গুলি স্বীকৃতি পেয়েছিল। তবুও এ সত্য অনস্বীকার্য যে শিক্ষা সম্পর্কে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতেই নেয়া হয়েছিল এবং শিক্ষা সম্পর্কে কোন অপরিবর্তনীয় বা 'শেষ' সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না। বাজেটে ক্রমাগতহারে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধিই এ সত্যের স্বাক্ষর বহন করে। এবারের বাজেটেও সর্বাধিক বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষাখাতে এবং ইতিমধ্যে সার্বজনীনশিক্ষা– সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমও চালু করা হয়েছে।

তাই নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত পূর্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে। এবং এই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা আড়াই হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।